পরিসংখ্যান ব্যুরোর তামাশা

২০১৩ সালের আইসিটি জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো এ বছরের জানুয়ারিতে

মুনীর তৌসিফ

২০১৩ সালে পরিচালিত জরিপের তথ্য-পরিসংখ্যান নিয়ে চলতি বছরের জানুয়ারিতে এসে প্রকাশ করা হলো বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর আইসিটি-বিষয়ক জরিপ প্রতিবেদন। এটি এই সরকারি পরিসংখ্যান সংস্থা পরিচালিত এ ধরনের প্রথম জরিপ। 'আইসিটি ইউজ অ্যান্ড অ্যাক্সেস বাই ইনডিভিজ্যুয়ালস অ্যান্ড হাউসহোল্ডস ইন বাংলাদেশ ২০১৩' শীর্ষক এই রিপোর্টটি প্রকাশের পরপরই প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে। শুরুতেই প্রশ্ন ওঠে– এই জরিপের তথ্য-পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়েছে ২০১৩ সালে, আর এর রিপোর্ট প্রকাশ করা হলো ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে– এটি কি একটি তামাশা নয়? কারণ, আইসিটি খাতটি হচ্ছে একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল খাত। জরিপ প্রতিবেদনটি প্রকাশের পরপরই সমালোচনার মুখে পড়ে দেশের সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ-নীতিনির্ধারকদের কাছে। এরা বলছেন, জরিপে প্রকাশিত তথ্য-পরিসংখ্যান বিগত দুই বছরের বাস্তব পরিস্থিতির সাথে খাপ খায় না। এমনকি আইসিটি-বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকও এই জরিপের ফল প্রত্যাখ্যান করেন। পরিসংখ্যান ব্যুরো অবশ্য বলছে, জনবল সঙ্কটের কথা।

বিভাগ ও এলাকাভিত্তিক পরিবার পর্যায়ে আইসিটি নির্দেশক

Division	Locality	Computer	Mobile	Radio	Land phone	Television	Internet
		%	%	%	%	%	%
Total	Rural	1.7	85.2	13.1	1.1	33.0	2.1
	Urban	6.4	92.4	12.3	2.7	70.9	7.8
	City corporation	35.9	97.8	22.8	19.5	96.0	19.6
Barisal	Rural	1.0	84.2	19.4	0.9	20.0	3.6
	Urban	6.5	88.2	13.5	2.4	56.0	16.8
	City corporation	14.1	94.3	15.8	12.0	87.5	11.7
Chittagong	Rural	2.3	89.8	28.8	1.1	36.2	2.5
	Urban	4.0	91.6	12.9	1.4	55.4	6.8
	City corporation	20.9	95.9	15.8	13.8	96.4	16.7
Dhaka	Rural	1.9	87.2	10.2	1.4	42.0	2.5
	Urban	7.7	96.7	17.8	2.9	83.2	8.4
	City corporation	48.3	99.7	26.4	23.5	96.7	22.8
Khulna	Rural	0.8	85.4	10.1	1.0	31.4	2.4
	Urban	5.6	92.5	7.1	2.7	77.9	8.4
	City corporation	14.7	93.6	20.9	13.4	94.5	17.7
Rajshahi	Rural	1.0	80.4	8.3	0.9	28.7	0.4
	Urban	5.7	86.5	5.4	3.0	64.7	4.9
	City corporation	14.2	93.2	17.0	13.1	96.5	11.0
Rangpur	Rural	1.9	81.3	6.8	0.8	20.9	0.5
	Urban	6.2	85.7	6.1	3.8	55.5	3.4
	City corporation	12.0	94.5	22.4	10.5	88.8	6.0
Sylhet	Rural	2.6	84.7	11.3	1.9	34.4	4.8
	Urban	10.4	93.8	6.4	3.9	70.7	14.5
	City corporation	20.6	96.3	23.4	18.2	98.1	15.7

জরিপ রিপোর্ট যা বলে

জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা বিবিএস পরিচালিত ২০১৩ সালের আইসিটি-বিষয়ক জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়– বাংলাদেশে ৮৭ শতাংশেরও বেশি পরিবার মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। এই পরিসংখ্যান জানিয়ে দেয়, বর্তমান সরকার বাংলাদেশে দ্রুত ডিজিটাল কানেকটিভিটি গড়ে তুলছে। জরিপ মতে, বাংলাদেশের ৩ কোটি ১৪ লাখ পরিবার মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে। রিপোর্টে আরও জানানো হয়, ৪ দশমিক ৮ শতাংশ পরিবারের প্রবেশাধিকার রয়েছে ইন্টারনেটে। রিপোর্ট মতে, বাংলাদেশের ৫ দশমিক ৬ শতাংশ পরিবারে কমপিউটার ব্যবহার করা হয়। দেশের ৩৬ হাজার ২৬৮টি পরিবার ও ১ লাখ ৩০ হাজার ৭১৪ জন ব্যক্তির ওপর জরিপ চালিয়ে এসব তথ্য তুলে আনা হয়। জরিপে অংশ নেয়া লোকদের বয়স পাঁচ বছরের ওপর।

রিপোর্টে আরও জানানো হয়, দেশের ৩ দশমিক ১ শতাংশ পরিবার ল্যান্ডফোন ব্যবহার করে। ১৩ দশমিক ৯ শতাংশে রয়েছে রেডিওর ব্যবহার। ▸

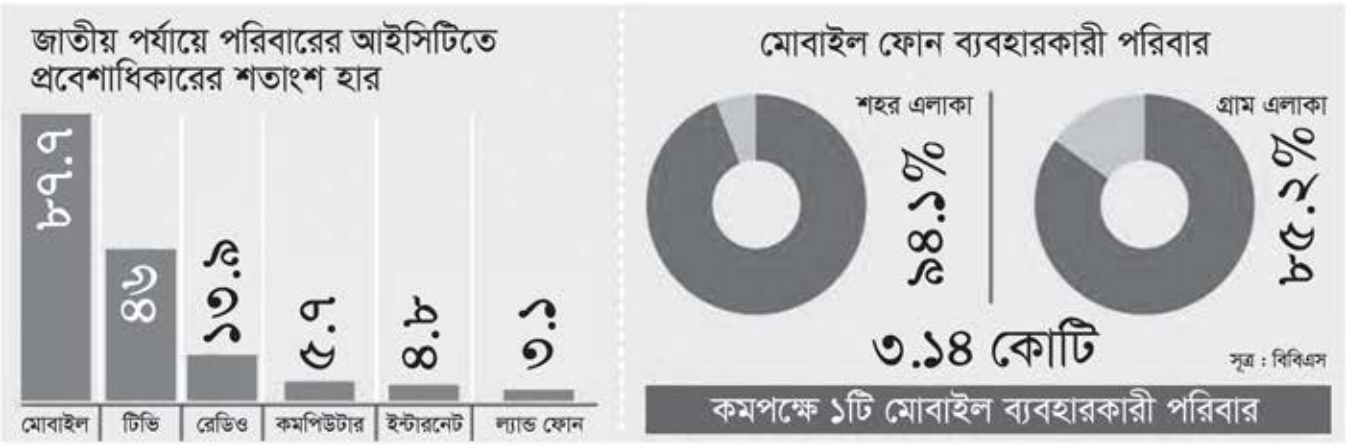

জরিপটি বিভ্রান্তিকর : পলক

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এই জরিপ প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, এই জরিপে বাংলাদেশের বিকাশমান আইসিটি খাতকে ভুলভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এই জরিপ অসম্পূর্ণ ও অযৌক্তিক। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে গত ৩ ফেব্রুয়ারি 'বাংলাদেশে ব্যক্তি ও পরিবার পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রবেশাধিকার ২০১৩' শীর্ষক এক কর্মশালায় বিবিএসের জরিপ নিয়ে তিনি এই ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এ কর্মশালার আয়োজন করে।

কর্মশালার শুরুতেই আলোচ্য জরিপ প্রতিবেদনটির বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেন বিবিএসের যুগ্ম পরিচালক কবির উদ্দিন আহমেদ। এরপর আলোনায় অংশ নিয়ে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, 'রিপোর্টটি ঘরে ঘরে গিয়ে নয়, ঘরে বসেই করা হয়েছে। এই জরিপ তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা বিনষ্ট করবে।' তিনি এমন হুশিয়ারিও দেন, এই জরিপের ফলে আইসিটি খাতের কোনো ক্ষতি হলে তা মেনে নেয়া হবে না। আইসিটি প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, আইসিটি বিভাগ ও বেসিসসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের হিসাব মতে দেশে এখন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫ কোটি ৪০ লাখ। অথচ কেউ যদি বিবিএসের ওয়েবসাইটে দেখে এই ব্যবহারকারীর সংখ্যা মাত্র দেড় কোটি, তবে এটি নেতিবাচক ফলই বয়ে আনবে।

বিবিএসের জরিপের সময় উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ করতে বিনিয়োগে আগ্রহী দেশগুলো একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র খোঁজে, যেখান থেকে এরা দেশের প্রযুক্তি খাত সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পেতে পারে। কিন্তু বিবিএস ২০১৩ সালে করা জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তিন বছর পর। তাই এই সময়ে এসে এই জরিপের কোনো যৌক্তিকতা থাকে না।

তিনি বিবিএস-কে পরামর্শ দেন, তথ্যপ্রযুক্তি-বিষয়ক কোনো জরিপ প্রতিবেদন তৈরি করতে চাইলে তারা যেনো আইসিটি বিভাগের পরামর্শ নিয়ে কাজ করে। আইসিটি বিভাগের সাথে কথা বলে সঠিক তথ্য যাতে নেয়া যেতে পারে, সে ব্যাপারে দৃষ্টি রাখার পরামর্শও দেন তিনি। প্রতিমন্ত্রীর অভিযোগের জবাবে বিবিএসের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ বলেন, 'বেশ কিছু বিষয়ে সক্ষমতার অভাবে আমরা জরিপ প্রতিবেদন সময়মতো প্রকাশ করতে পারিনি, এ কথা ঠিক। তবে পদ্ধতিগতভাবে আমাদের প্রতিবেদন নির্ভুল। কাউকে বিব্রত করার জন্য এসব তথ্য দেয়া হয়নি। দেশের ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এমন কিছু এ প্রতিবেদনে রাখা হয়নি।'

আইসিটি সচিব শ্যামসুন্দর শিকদার বলেন, 'যেকোনো জরিপে ভৌগোলিকসহ বেশ কিছু বাধা থাকে। তবে সেগুলো অতিক্রম করেই জরিপের তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। আশা করব, এ বিষয়গুলো পরবর্তী সময়ের জরিপের ক্ষেত্রে মাথায় রাখবে।'

প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, 'আমরা জরিপে উপস্থাপিত তথ্য-পরিসংখ্যান নিয়ে সন্তুষ্ট নই। আমাদের হিসাব মতে, বর্তমানে বাংলাদেশের ৩৪ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। আর এই হার ২০২১ সালের মধ্যে ১০০ শতাংশে পৌঁছবে। তিনি বলেন, গত বছর ৪৪ লাখ স্মার্টফোন এ দেশে বিক্রি হয়েছে। এ বছর তা দ্বিগুণে পৌঁছবে।'

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা এখন ৫ কোটি ৪১ লাখ। দেশে সক্রিয় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর মানদণ্ড হলো, ৯০ দিন বা তিন মাসের মধ্যে একজন ব্যক্তি একবার ইন্টারনেট ব্যবহার করলেই তিনি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী বলে বিবেচিত হবেন। তবে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা নিয়ে সরকারের দেয়া হিসাবের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বিশ্বব্যাংকও। বিশ্বব্যাংক বলছে, বাংলাদেশে প্রকৃত ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১ কোটি ২০ লাখ, যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র সাড়ে ৭ শতাংশ। চলতি বছরের জানুয়ারিতে বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০১৬ : ডিজিটাল ডিভিডেন্টস' শীর্ষক এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর এই তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে ইন্টারনেট থেকে বঞ্চিত একক জনগোষ্ঠীর দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে পঞ্চম।

মোবাইল নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত রয়েছে শহরের ৯৪ দশমিক ১ শতাংশ ও গ্রামের ৮৫ দশমিক ২ শতাংশ পরিবার। গ্রামের প্রতি চারজন মহিলার মধ্যে একজন সংযুক্ত রয়েছেন মোবাইল নেটওয়ার্কের সাথে। মোবাইল ব্যবহারকারীদের সবচেয়ে বড় অংশটি হচ্ছে ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সী। জরিপ মতে, মোবাইল ক্রেতাদের ৯১ দশমিক ৪ শতাংশই এই বয়সী ক্রেতা।

বিবিএসের জরিপ মতে, ৩ কোটি ৫৮ লাখ পরিবারের মধ্যে ১৭ লাখ ১২ হাজার পরিবার ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে ১১ দশমিক ৮ শতাংশ শহুরে ও ২ দশমিক ৫ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের রয়েছে ডাটা কানেকটিভিটি।

বিভাগভিত্তিক হিসাবে দেখা গেছে– ঢাকা বিভাগের রয়েছে সর্বোচ্চসংখ্যক ইন্টারনেট ইউজার। রংপুর বিভাগে মাত্র ১ শতাংশ পরিবার ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত। রাজশাহীতে এ হার দেড় শতাংশ। যাদের মোবাইল ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে, তাদের ৯২ দশমিক ৭ শতাংশই শহুরে মানুষ। জরিপে দেখা গেছে, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মাত্র ৫ দশমিক ৯ শতাংশ ওয়াই-ফাই ব্যবহার করেন।

মোবাইল ব্যবহারকারীদের সংখ্যাও সবচেয়ে বেশি ঢাকা বিভাগে। ৯১ দশমিক ৩ শতাংশ মোবাইল ব্যবহারকারীই ঢাকা বিভাগের। এ বিভাগের ১০ দশমিক ৫ শতাংশ পরিবার কমপিউটার ব্যবহার করে। ৫ দশমিক ২ শতাংশ পরিবারের রয়েছে ল্যান্ডফোন এবং ৫৯ দশমিক ৭ শতাংশ পরিবারের রয়েছে টেলিভিশন। তবে চট্টগ্রাম বিভাগের লোকেরা সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় রেডিও ব্যবহার করে। এ বিভাগের ২৪ দশমিক ২ শতাংশ পরিবারে রয়েছে রেডিও। এ ক্ষেত্রে বরিশাল বিভাগের অবস্থান দ্বিতীয় স্থানে। এ বিভাগের ১৮ দশমিক ২ শতাংশ পরিবার রেডিও শোনে।

মোবাইল কানেকশনের দিক থেকে চট্টগ্রামের অবস্থান দ্বিতীয় স্থানে। এ বিভাগের ৯০ দশমিক ৮ শতাংশ পরিবার মোবাইল ব্যবহার করে। এর পরই রয়েছে খুলনার স্থান (৮৭ দশমিক ১ শতাংশ)। এরপর যথাক্রমে সিলেট (৮৬ দশমিক ৯ শতাংশ), রংপুর (৮২ দশমিক ২ শতাংশ) এবং রাজশাহী (৮১ দশামক ৯ শতাংশ)।

ইন্টারনেট ব্যবহার সবচেয়ে বেশি হয় সফটওয়্যার ডাউনলোডিং ও ব্যাংক খাতে। এ দুই খাতে ইন্টারনেট ব্যবহার হয় যথাক্রমে ১৯ দশমিক ৩ শতাংশ ও ১৯ শতাংশ। ১০ শতাংশ ব্যবহার হয় পণ্য ও সেবা কেনার কাজে। বিনিয়োগের কাজে ব্যবহার হয় ১৮ দশমিক ৪ শতাংশ কজ